মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী
জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ এমপি মহোদয়ের জীবন বৃত্তান্ত

বর্ণাঢ্য জীবন ও পরিচয়

জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার উলা গ্রামের চন্দ বংশের স্বর্গীয় কালীপদ চন্দের মেঝ ছেলে। ১৯৪৫ সালের ১২ মার্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন স্বর্গীয়া রেণুকা বালা চন্দ। স্ত্রী উষা রাণী চন্দ স্কুল শিক্ষিকা। জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ তিন ছেলে ও এক মেয়ের জনক। বড় ছেলে সহযোগী অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ-সভাপতি, আইন ও ভূমি প্রশাসন বিভাগ এবং পরিচালক-সেন্টার অব এক্সিলেন্স ইন টিচিং এন্ড লানিং, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা জীবন

উলা গ্রামের হাজিবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু। বান্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি ১৯৬১ সালে ডুমুরিয়া এন.জি.সি এন্ড এন.সি.কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক্যুলেশন পাশ করেন। ১৯৬৩ সালে দৌলতপুর বি.এল কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ অনার্স এবং ১৯৬৭ সালে একই বিষয়ে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রী গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন খুলনা টি.টি কলেজ থেকে বি.এড ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবন

স্নাতকোত্তরের ফলাফলের পূর্বেই জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ ডুমুরিয়া সাহস নোয়াকাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৮ সালে এই স্কুল থেকে সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পায়। ১৯৭৩ সালের ০৭ মে ডুমুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৭৪ সালে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ডুমুরিয়া এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র চালু হয়। এর আগে খুলনা শহরে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে হত। প্রায় ৩৯ বছর যাবৎ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে ১১ মার্চ ২০০৫ সালে তিনি চাকুরি জীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষক নেতা ও সংগঠক

১৯৬৮ সালে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ করতে প্রতিষ্ঠা করেন থানা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি। তিনি প্রতিষ্ঠাকালিন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৮৭ সালে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান। ২০০৭ সাল পর্যন্ত দুই দশক ধরে তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজনীতি

ছাত্র জীবনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি ১৯৬৭ সালে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান। ১৯৮৪ সালে তিনি ডুমুরিয়া থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৯৫ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ঐ পদে এখনও তিনি সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তিনি আওয়ামী লীগ খুলনা জেলা শাখার সদস্য।

জনপ্রতিনীধিত্ব

ছাত্রজীবনে তিনি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ও ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি সদস্যপদ গ্রহণ করে সরাসরি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত হন। তিনি ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানে ডুমুরিয়া থানা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক ছিলেন। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ডুমুরিয়া উপজেলার ভান্ডারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে তিনি চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে ছয় বার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। প্রায় ২৯ বছর যাবৎ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও দপ্তরবিহীন মন্ত্রী সালাউদ্দিন ইউসুফের মৃত্যুর পরবর্তী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করে ২০ ডিসেম্বর ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনে জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ ডুমুরিয়া-ফুলতলা আসনে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। দলের জন্য পরিশ্রমী নিবেদিতপ্রাণ একজন কর্মী সংগঠক জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে ১২ জানুয়ারী ২০১৪ সালে তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ০২ জানুয়ারি ২০১৮ সালে একই মন্ত্রণায়ের অর্থাৎ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে অদ্যাবধি দক্ষতা ,সততা ও নিষ্ঠা সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।